The Daily Star
Date:12-10-2014 Page 05, Col 7-8 Size: 18 col*Inc

Gandhi's economic ideals recalled

STAFF CORRESPONDENT

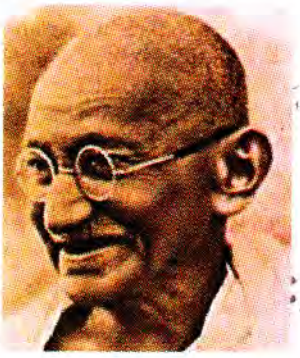

Small cottage industries promoted by today's economists were envisaged decades ago by Mahatma Gandhi, said speakers at a discussion yesterday.

Gandhi believed that economic emancipation can be achieved through small and medium enterprises and rural village based economic activities, they added.

Like most of Gandhi's philosophies, his thoughts on economy have transcended the barriers of time, they said.

The discussion was organised by Gandhi Ashram Trust at Brac Centre Inn in the capital on the occasion of the International Day of Non-Violence, which is marked on October 2, when the 145th birth anniversary of Mahatma Gandhi was observed this year.

Addressing the event, Dr Debapriya Bhattacharya, economist and distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue, said the economic principles propagated by Gandhi are returning to the modern books of economic theories.

Gandhi cherished hand woven clothes made from thread spun on a charka (spinning wheel powered by hand) as a symbol of local products, he explained.

Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader said all disputes between India and Bangladesh can be resolved by following Gandhi's principles of non-violence.

"The common enemies of both countries -- poverty, bigotry, extremism and terrorism -- should be resisted through following Gandhi's teachings," he added.

Indian High Commissioner in Dhaka Pankaj Saran said although Gandhi was born in India, he is a universal leader.

SEE PAGE 4 COL 3

Gandhi's economic ideals

FROM PAGE 5

"Go to South Africa and ask people about him. They would tell that Gandhi belongs to them," he asserted.

US Ambassador Dan W Mozena said leaders like Nelson Mandela and Martin Luther King Jr were Gandhi's philosophical disciples.

The US bears Gandhi's legacy as Martin Luther King Jr, a leader who changed the US forever through movements for civil rights and social change, was his follower, he said.

Eminent social worker and Gandhi Ashram Trust Secretary Jharna Dhara Chowdhury; eminent scholars Prof Anisuzzaman and Prof Syed Manzoorul Islam; and Adviser to the BNP chairperson Inam Ahmed Chowdhury, among others, spoke at the event.

বণিক বার্তা
Date:12-10-2014 Page 16 Col 4-6 Size: 28 Col*Inc

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে বক্তারা

অহিংসনীতি অনুসরণে বাংলাদেশ ভারত সমস্যা সমাধান সম্ভব

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ■

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন বিশিষ্টজনরা। বক্তারা বলেন, গান্ধীর অহিংস আদর্শ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে মানুষকে আজো অনুপ্রাণিত করছে। শনিবার মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তারা এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার আয়োজন করে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মোজিনা ও ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরী, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন ও গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদক ঝর্ণাধারা চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

> গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বলেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতকে সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করতে হবে। গান্ধীর জীবনাচরণ ছিল অহিংস। শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে চাইলে তার আদর্শ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মোজিনা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার বাণী সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য উল্লেখ করে বলেন, 'আমি দুই সপ্তাহ আগে নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি তাদের কর্মীরা শান্তির জন্য কাজ করছেন।'

তিনি বলেন, গান্ধীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন মার্টিন লুথার কিং ও নেলসন ম্যান্ডেলা। বর্তমান বিশ্বকে বদলাতে হলে গান্ধীর আদর্শে ফিরে যেতে হবে।

ভারতের হাইকমিশনার বলেন, 'গান্ধী সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের নেতা। তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। তবে শান্তির জন্য তিনি আদর্শ রেখে গেছেন। তার সে আদর্শ বর্তমান বিশ্বের জন্য এখনো অনুকরণীয়।' পঙ্কজ শরণ জানান, কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে গান্ধী আশ্রম কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার এবং এ দেশের জনগণের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে বলে তিনি দেশের সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানান।

মূল বক্তব্যে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'মহাত্মা গান্ধী মূলত তিনটি শিক্ষা আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। প্রথমটি হলো অহিংসা, দ্বিতীয়টি সত্যাগ্রহ ও তৃতীয়টি সর্বোদয়। এ তিনটি বিষয় মানুষের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। গান্ধী মূলত মানুষের ভেতরের শক্তিকেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, মানুষের ভেতরের শক্তি জেগে উঠলেই মুক্তি সম্ভব। গান্ধীর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এখনো ফুরিয়ে যায়নি।'

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, গান্ধীর আদর্শ বিশ্বের বড় বড় নেতাও প্রয়োগ করেছিলেন। তারা গান্ধীর আদর্শ প্রয়োগ করে সফলও হয়েছিলেন। সহিংসতার বিরুদ্ধে গান্ধী যে অহিংস মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সে মতবাদ বিশ্বে শান্তি ফেরাতে পারে।

ইনাম আহমেদ চৌধুরী বলেন, মহাত্মা গান্ধী সব ধর্মের উর্ধ্বে থেকে মানুষের মানবিক বোধকে কীভাবে জাগ্রত করতে হয়, সেটা দেখিয়ে গেছেন।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন বলেন, গান্ধীর দর্শন, আদর্শ, চিন্তাকে যথাযথ অনুসরণ করতে পারলে বিশ্ব থেকে হানাহানি কমে যাবে। এ কারণে সারা বিশ্বেই গান্ধীর দর্শন ছড়িয়ে দিতে হবে।

ঝর্ণাধারা চৌধুরীর মতে, ১৯৪৭ সাল থেকে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট গান্ধীজির আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও সীমিত সম্পদ নিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরিতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগ হিসেবে একটি আইনের মাধ্যমে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে নোয়াখালীসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি জেলায় প্রায় ১২ লাখ মানুষ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তিনি জানান।

theindependent

Date:12-10-2014 Page 02, Col 2-4 Size: 15 Col*Inc

Gandhi remembered

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Nearly 66 years after his death, the non-violence philosophy of Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, is still relevant in today's world which is experiencing conflicts in different parts, eminent personalities said at a discussion in the capital yesterday.

Gandhi Ashram Trust, a joint venture of the governments of Bangladesh and India, organised the discussion titled 'Relevance of Gandhian Philosophy in the Contemporary World' on the occasion of 145th birth anniversary of Mahatma Gandhi that fell on October 2.

While paying rich tributes to the great leader, who was shot dead on January 30, 1948, speakers said conflicts around the globe would reduce to a great extent if the Gandhian philosophy can be put into practice.

Road transport and bridges minister Obaidul Quader attended the programme as chief guest while Indian high-commissioner Pankaj Saran and United States ambassador Dan Mozena were present as special guests with Gandhi Ashram Trust chairman Debapriya Bhattacharya in the chair.

Professor Anisuzzaman, Enam Ahmed Chowdhury, Supreme Court Bar Association general secretary Mahbub Uddin Khokon, and trust general secretary Jharna Dhara Chowdhury also spoke on the occasion.

Dhaka University professor Syed Monjurul Islam presented the keynote paper, highlighting different aspects of Mahatma Gandhi and his philosophy and ideologies.

"The Gandhian philosophy is not followed in the world," he lamented.

Obaidul Quader described Gandhi as the lighthouse of crores of people and said that all the cross-border disputes in South Asia can be resolved peacefully if Gandhian ideologies are followed.

"Mahatma Gandhi was nominated five times for Nobel Peace Prize. The Nobel committee is ashamed and repented for not being able to award him with the peace prize," he said.

The minister also said that there has been a hint of new horizon in the Dhaka-Delhi relations after Narendra Modi's government assumed the office.

Referring to the remarks of Quader regarding solution to the cross-border problems peacefully through talks, Debapriya Bhattacharya posed a question directing the minister saying, "You said cross-border problems can be solved through sitting across the table. Will you not apply the principle in the country?"

Indian envoy Saran observed that Gandhi may have born in India, but he belongs to the whole world.

He thanked the people and successive governments of Bangladesh to protect and nurture Gandhi Ashram Trust. "It was not easy," he added.

US ambassador Mozena described Gandhi as a huge concept that changed the world.

He also said America is different now than a generation ago because of Gandhi as civil liberty leader Martin Luther King followed the great Indian leader.

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:12-10-2014 Page 16 Col 6-7 Size:27 Col*Inc

গান্ধীর আদর্শ অনুসরণে জঙ্গীবাদ মোকাবেলা করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুই দেশকে আজ সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ মোকাবেলা করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে আজও অনুপ্রাণিত করছে। শনিবার মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভার আয়োজন করে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরন ও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজেনা। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরী, সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদক ঝর্ণাধারা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতকে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ মোকাবেলা করতে হবে। গান্ধীর জীবনাচরণ ছিল অহিংস। শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে চাইলে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

১৪৫তম জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা

মন্ত্রী বলেন, ভারতে সম্প্রতি নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তবে এই সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এখন নতুন দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে। আর মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ দুই দেশের মানুষকেই অনুপ্রাণিত করছে। গান্ধীর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা যেমন তিস্তা ও স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

তাকালে আমরা দেখতে পাই, এখনও কোথাও না কোথাও প্রতিদিন সংঘর্ষ চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার মানুষ এখনও শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না। এসব স্থানের মানুষের মধ্যে একটি দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরছে। সে কারণেই গান্ধী আমাদের জন্য এখনও আদর্শ। গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করতে পারলেই বিশ্ব থেকে সব ধরনের সহিংসতা দূর হবে।

তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী মূলত তিনটি শিক্ষা আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। প্রথমটি হলো অহিংস, দ্বিতীয়টি সত্যাগ্রহ ও তৃতীয়টি সর্বোদয়। এই তিনটি বিষয় মানুষের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। গান্ধী মূলত মানুষের ভেতরের শক্তিকেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন মানুষের ভেতরের শক্তি জেগে উঠলেই মুক্তি সম্ভব। গান্ধীর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এখনও ফুরিয়ে যায়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, গান্ধীর আদর্শ বিশ্বের বড় বড় নেতাও প্রয়োগ করেছিলেন। এসব নেতার মধ্যে নেলসন ম্যান্ডেলা ও মার্টিন লুথার কিং অন্যতম। তাঁরা গান্ধীর আদর্শ প্রয়োগ করে সফলও হয়েছিলেন। সহিংসতার বিরুদ্ধে গান্ধী যে অহিংস মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সে মতবাদই এখন বিশ্বে শান্তি ফেরাতে পারে।

বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরী বলেন, মহাত্মা গান্ধী শুধু ভারত উপমহাদেশের জন্য তাঁর মতবাদ প্রচার করেননি। সারাবিশ্বের জন্যই তিনি শান্তির বার্তা দিয়ে গেছেন। সকল ধর্মের উর্ধে থেকে মানুষের মানবিক বোধকে কিভাবে জাগ্রত করতে হয়, সেটা তিনি দেখিয়ে গেছেন।

সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, গান্ধীর দর্শন, আদর্শ, চিন্তাকে যথাযথ অনুসরণ করতে পারলে বিশ্ব থেকে হানাহানি কমে যাবে। সারা বিশ্বেই গান্ধীর দর্শন ছড়িয়ে দিতে হবে।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদক ঝর্ণাধারা চৌধুরী বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট গান্ধীজীর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও অত্যন্ত সীমিত সম্পদ নিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগ হিসেবে একটি আইনের মাধ্যমে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে নোয়াখালীসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৫টি জেলায় প্রায় ১২ লাখ মানুষ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে তিনি জানান।

গান্ধীর আদর্শ

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ শরন বলেন, গান্ধী ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি শুধু ভারতবাসীর নেতা নন। তিনি সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের নেতা। তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। তবে শান্তির জন্য তিনি আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর সেই আদর্শ বর্তমান বিশ্বের জন্য এখনও অনুকরণীয়।

পঙ্কজ শরন বলেন, কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে গান্ধী আশ্রম কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও এ দেশের জনগণের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে বলে তিনি এ দেশের সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত, পেশাগত সর্বোপরি জাতীয় জীবনে গান্ধীর আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তাহলেই গান্ধীর আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজেনা বলেন, মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করতেন। তাঁর সেই বাণী এখনও বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। তিনি বলেন, আমি দু'সপ্তাহ আগে নোয়াখালীর গান্ধীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি তাদের কর্মীরা শান্তির জন্য কাজ করছেন।

ড্যান মজেনা বলেন, গান্ধীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন মার্টিন লুথার কিং ও নেলসন ম্যান্ডেলা। এই দুই নেতা নিজ নিজ দেশে গান্ধীর আদর্শে জনগণকে উজ্জীবিত করেছিলেন। বর্তমান বিশ্বকে বদলাতে হলে গান্ধীর আদর্শেই আমাদের ফিরতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্যে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে

Date 12-10-2014 Page 11, Col 6-7 Size: 20 Col*Inc

Gandhian philosophy still relevant for global peace

United News of Bangladesh Dhaka

ACADEMICS, diplomats and politicians at a discussion on Saturday said Gandhian nonviolence philosophy was still relevant to bring peace in the violence-ridden world.

They said Mahatma Gandhi's thoughts can help resolve various crises in the trouble-torn areas of the world as his philosophy still has the effectiveness.

Gandhi Ashram Trust arranged the discussion on 'Relevance of Gandhian Philosophy in the Contemporary World' at BRAC Centre Inn in Dhaka, marking the 145th birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi and International Day of Nonviolence.

The minister for road transport and bridges, Obaidul Quader, Dhaka University professor emeritus Anisuzzaman, Dhaka University professor Syed Manzoorul Islam, Indian high commissioner to Bangladesh Pankaj Saran, US ambassador in Dhaka Dan W Mozena, among others, spoke at the function.

Addressing the discussion, Obaidul Quader said Mahatma Gandhi was a lighthouse to tens of thousands of people across the globe.

He said Gandhian philosophy could also help resolve various border-related problems between India and other neighbouring countries. 'If the principles of Mahatma Gandhi are followed, all sorts of problems, including border-related ones, between India and other South Asian countries can be resolved,' he added.

Pankaj Saran said the Indian new government has essentially taken two ideas—clean India and clean Ganga campaigns—from Mahatma Gandhi.

'In the context of India and Bangladesh, Gandhi's teaching and philosophy, Gandhi's association with Rabindranath Tagore, another great man, will help us maintain the relationship between two countries and two peoples,' the Indian high commissioner said.

Dan Mozena said the America today was a different America because of Gandhi's philosophy.

Terming Gandhi a 'simple man but a big ideal', the US envoy said Gandhian philosophy has brought about massive changes in South Africa, too.

Recalling his recent visit to Gandhi Ashram in Noakhali, he said the ashram was working to bring peace and promote social harmony.

Anisuzzaman said Gandhi showed how to face violence through a nonviolence movement. 'Gandhian Philosophy can be used to curb the terrorism and crisis the world now faces.'

Syed Manzoorul Islam said Gandhi's nonviolence was not a passive force, rather very active one.

He said the number of trouble-ridden areas increases in the world regularly. 'Many parts of the world experience violence in the name of democracy and independence,' Manzoorul Islam told the programme.

Describing Gandhi's basic principles, he said the practice of his philosophy can reduce violence throughout the world.

Chaired by chairman of Gandhi Ashram Trust Debapriya Bhattacharya, the discussion was also addressed by BNP joint secretary general Mahabub Uddin Khokan and BNP chairperson's adviser Enam Ahmed Chowdhury.

প্রথম আলো
Date:12-10-2014 Page 03, Col 6-8 Size: 27 col*inc

মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে গতকাল ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। মঞ্চে বসা (ডান থেকে) ঝর্ণাধারা চৌধুরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, পঙ্কজ সরন, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, ওবায়দুল কাদের ও ড্যান ডব্লিউ মজীনা ● প্রথম আলো

গান্ধীকে অনুসরণ করলে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক এগিয়ে যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অহিংসা দিবসের আলোচনা সভা

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করতে পারলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। দুটি দেশের অহিংস নীতি বজায় থাকলে বিদ্যমান সব সমস্যারই সমাধান হবে।

মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট আয়োজিত 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধী দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় সরকারের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ সরন এমন কথাই বললেন। গতকাল শনিবার বিকেলে মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্থলসীমান্ত চুক্তি ও তিস্তা চুক্তিসহ দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর এই ইঙ্গিত গান্ধীর অহিংস নীতিরই প্রতিফলন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধান আলোচনার টেবিলে হতে পারে। সন্ত্রাসবাদ ভারত-বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের একটি অভিন্ন সমস্যা। এ অবস্থা থেকে বের হতে, এদের প্রতিরোধ করতে তিনটি দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

ভারতের নতুন সরকার গান্ধীজির আদর্শে কাজ শুরু করেছে উল্লেখ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ সরন বলেন, গান্ধীজির শিক্ষা ও দর্শন কাজে লাগাতে পারলে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

তবে আলোচনা সভার সভাপতি অর্থনীতিবিদ ও ট্রাস্টের চেয়ারম্যান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, আলোচনার টেবিলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমস্যা সমাধান হতে পারলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান কেন হতে পারে না?

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বকে ভয়ংকর দুঃসংবাদ তাড়া করছে। প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো এলাকা বা দেশ সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এতে নারী ও শিশুরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমাজে যে বৈষম্য তার পেছনেও আছে এই সহিংসতা, তিনি বলেন, অহিংসা মোটেই নিষ্ক্রিয় নয়, এটি প্রবলভাবে সক্রিয়। কেননা যুদ্ধ শুধু অস্ত্র দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়েও করা যায়।

মনজুরুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় অর্থনীতি ও কাজকে শক্তিশালী না করে শুধু বাইরে ছুটলে উন্নয়ন হয় না। এ জন্য গান্ধীজি খাদি আন্দোলন করেন। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। তা না হলে প্রচেষ্টায় মুখ থুবড়ে পড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'আমাদের আরেকবার ভাবা উচিত, বর্তমান সহিংসতাকে অহিংসা দিয়ে মোকাবিলা করতে পারি কি না?' তিনি বলেন, মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু গান্ধীর নীতিতে কাজ করেছেন। তাঁরা সফলও হয়েছেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান জব্লিউ মজীনা বলেন, গান্ধীর আদর্শে তাঁর চিন্তায় এমন অনেক কিছু আছে, যা দিয়ে বিশ্বকে পরিবর্তন করা যায়।

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইনাম আহমদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের চলমান সংকটগুলো অহিংসভাবেই সমাধান করা উচিত।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ট্রাস্টের সম্পাদিকা ঝর্ণাধারা চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মাহবুবউদ্দিন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:12-10-2014 Page:12, Col:1-1 Size: 7 Col*Inc

আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের

তিস্তা ও সীমান্ত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্থলসীমান্ত ও তিস্তা চুক্তিসহ দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার এ ইঙ্গিত গান্ধীর অহিংস নীতিরই প্রতিফলন।

মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

তিস্তা ও সীমান্ত সমস্যা

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। গতকাল বিকালে রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এ আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনায় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধান আলোচনার টেবিলে হতে পারে। সন্ত্রাসবাদ ভারত-বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের একটি অভিন্ন সমস্যা। এ অবস্থা থেকে বের হতে, এদের প্রতিরোধ করতে তিনটি দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

আলোচনা সভায় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ বলেন, ভারতের নতুন সরকার গান্ধীজির আদর্শে কাজ শুরু করেছে। গান্ধীজির শিক্ষা ও দর্শন কাজে লাগাতে পারলে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক দূর এগিয়ে যাবে। অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এতে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মোজেনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরী, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদিকা ঝর্ণাধারা চৌধুরী প্রমুখ।

Second Edition
dailyobserver
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date: 12-10-2014 Page 02, Col 2-4 Size: 18 Col*Inc

Gandhian philosophy seen relevant for global peace

Speakers at a discussion here on Saturday said Gandhian nonviolence philosophy is still relevant to bring peace in the violence-ridden world.

They said Mahatma Gandhi's thoughts can help resolve various crises in the trouble-torn areas of the world as his philosophy still has the effectiveness.

Gandhi Ashram Trust arranged the discussion on 'Relevance of Gandhian Philosophy in the Contemporary World' at Brac Centre Inn in the capital, marking the 145th birth anniversary of Mahatma Gandhi and International Day of Nonviolence.

Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader, Prof Syed Monjurul Islam, Prof Anisuzzaman, Indian High Commissioner to Bangladesh Pankaj Saran, US Ambassador in Dhaka Dan W Mozena, among others, spoke at the function.

Addressing the discussion as the chief guest, Obaidul Quader said Mahatma Gandhi is a lighthouse to tens of thousands of people across the globe.

He said Gandhian philosophy can also help resolve various border-related problems between India and other neighbouring countries. "If the principles of Mahatma Gandhi are followed, all sorts of problems, including border-related ones, between India and other South Asian countries can be resolved," he added.

Pankaj Saran said the Indian new government has essentially taken two ideas-clean India and clean Ganga campaigns-from Mahatma Gandhi.

"In the context of India and Bangladesh, Gandhi's teaching and philosophy, Gandhi's association with Rabindranath Tagore, another great man, will help us maintain the relationship between two countries and two peoples," the Indian High Commissioner said. Dan Mozena said the America today is a different America because of Gandhi's philosophy.

Terming Gandhi a 'simple man but a big ideal', the US envoy said Gandhian philosophy has brought about massive changes in South Africa, too.

Recalling his recent visit to Gandhi Ashram in Noakhali, he said the Ashram is working to bring peace and promote social harmony.

Addressing the function as the keynote speaker, Prof Syed Monjurul Islam said Gandhi's nonviolence is not a passive force, rather very active one.

He said the number of trouble-ridden areas increases in the world regularly. "Many parts of the world experience violence in the name of democracy and independence," Monjurul Islam told the programme.

Describing Gandhi's basic principles, he said the practice of his philosophy can reduce violence throughout the world.

Prof Anisuzzaman said Gandhi showed how to face violence through a non-violence movement. "Gandhian Philosophy can be used to curb the terrorism and crisis the world now faces."

Chaired by Chairman of Gandhi Ashram Trust Debapriya Bhattacharya, the discussion was also addressed by BNP leaders Barrister Mahabub Uddin Khokan and Enam Ahmed Chowdhury. —UNB

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:12-10-2014 Page 03 Col 2-6 Size45 Col*Inc

Dr Debapriya Bhattacharya speaks at a discussion on 'Relevance of Gandhian Philosophy in the Contemporary World' at Brac Centre Inn in the city on Saturday. Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader, Prof Syed Manzoorul Islam, Indian High Commissioner Pankaj Saran, and US Ambassador Dan W Mozena, among others, were also present.

Gandhian philosophy still relevant for global peace

Speakers tell discussion on Gandhi's birth anniversary

Speakers at a discussion in Dhaka on Saturday said Gandhian nonviolence philosophy is still relevant to bring peace in the violence-ridden world, reports UNB.

They said Mahatma Gandhi's thoughts can help resolve various crises in the trouble-torn areas of the world as his philosophy still has the effectiveness.

Gandhi Ashram Trust arranged the discussion on 'Relevance of Gandhian Philosophy in the Contemporary World' at Brac Centre Inn in the capital, marking the 145th birth anniversary of Mahatma Gandhi and International Day of Non-violence.

Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader, Prof Syed Monjurul Islam, Prof Anisuzzaman, Indian High Commissioner to Bangladesh Pankaj Saran, US Ambassador in Dhaka Dan W Mozena, among others, spoke at the function.

Addressing the discussion as the chief guest, Obaidul Quader said Mahatma Gandhi is a lighthouse to tens of thousands of people across the globe.

He said Gandhian philosophy can also help resolve various border-related problems between India and other neighbouring countries. "If the principles of Mahatma Gandhi are followed, all sorts of problems, including border-related ones, between India and other South Asian countries can be resolved," he added.

Pankaj Saran said the Indian new government has essentially taken two ideas—clean India and clean Ganga campaigns—from Mahatma Gandhi.

"In the context of India and Bangladesh, Gandhi's teaching and philosophy, Gandhi's association with Rabindranath Tagore, another great man, will help us maintain the relationship between two countries and two peoples," the Indian High Commissioner said.

Dan Mozena said the America today is a different America because of Gandhi's philosophy.

Terming Gandhi a 'simple man but a big ideal', the US envoy said Gandhian philosophy has brought about massive changes in South Africa, too. Recalling his recent visit to Gandhi Ashram in Noakhali, he said the Ashram is working to bring peace and promote social harmony.

Addressing the function as the keynote speaker, Prof Syed Monjurul Islam said Gandhi's nonviolence is not a passive force, rather very active one.

He said the number of trouble-ridden areas increases in the world regularly. "Many parts of the world experience violence in the name of democracy and independence," Monjurul Islam told the programme.

Describing Gandhi's basic principles, he said the practice of his philosophy can reduce violence throughout the world.

Prof Anisuzzaman said Gandhi showed how to face violence through a non-violence movement. "Gandhian Philosophy can be used to curb the terrorism and crisis the world now faces."

Chaired by Chairman of Gandhi Ashram Trust, Debapriya Bhattacharya, the discussion was also addressed by BNP leaders Barrister Mahabub Uddin Khokan and Enam Ahmed Chowdhury.

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:12-10-2014 Page: 01, Col 1-1 Size: 15 Col*Inc

বর্তমানের সহিংস বিশ্বে গান্ধীর দর্শন আরো প্রাসঙ্গিক

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও নিজের দর্শন, অহিংসার বাণী দিয়ে সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছেন ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরও তিনি বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলেছেন। বর্তমানের সংঘাতপূর্ণ সহিংস বিশ্বে তার অহিংসার দর্শন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। গতকাল শনিবার গান্ধীজীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধী দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

বর্তমানের সহিংস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অতিথির বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার পঙ্কজ শরণ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজীনা।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ইনাম আহমেদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদিকা ঝর্ণা ধারা চৌধুরী প্রমুখ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যেখানেই সহিংসতা, উগ্রবাদ সেখানেই গান্ধীর অহিংসার দর্শন। তার মহাপ্রয়াণের ৬৬ বছর পরও তিনি প্রাসঙ্গিক। প্রাণ হরণকারী বুলেটের চেয়েও মহাত্মা গান্ধীর দর্শন শক্তিশালী। তার মৃত্যুর পর জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, আমাদের জীবন থেকে আলো চলে গেছে। এ কথা সঠিক নয়, গান্ধীজী এখনো বিশ্বের কোটি মানুষের কাছে বাতিঘর। তার উচ্চতা হিমালয়ের মতো। তার অহিংসার বাণী, সত্যাগ্রহের আবেদন এখনো সহিংসতার অন্ধকার দূর করে চলেছে।

মন্ত্রী বলেন, গান্ধীজী পাঁচ বার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও নোবেল পুরস্কার পাননি। তাকে নোবেল না দিতে পারায় নোবেল কমিটি এখন লজ্জিত, অনুতপ্ত। কারণ তিনি নোবেল পুরস্কারের চেয়ে অনেক উপরে। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী হলেন অহিংসার প্রতীক। ভারতের সঙ্গে সীমান্তসহ সকল বিরোধ গান্ধীর অহিংসার নীতির আলোকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিবাচক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভারতে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আসার পর দুই দেশের সম্পর্ক আরো ভালো হওয়ার আভাস মিলেছে। এটা মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার বাণীর প্রতিধ্বনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন শত্রু হলো দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক, সংঘাত ও সন্ত্রাস। সবাইকে একসঙ্গে এই শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

বিগত কয়েক দশক ধরে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভারতের হাই কমিশনার পঙ্কজ শরণ বলেন, মহাত্মা গান্ধী ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তার দর্শন সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছে। এখনো মহাত্মা গান্ধীর দর্শনকে গ্রহণ করা হচ্ছে। ভারতের নতুন সরকারের পরিষ্কার প্রচারণা ও গঙ্গা পরিষ্কারের অভিযান গান্ধীর দর্শন থেকেই এসেছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজীনা বলেন, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমি গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট পরিদর্শন করেছি। চারটি কারণে আমার জীবনে গান্ধীর বড় প্রভাব রয়েছে। গান্ধী এই নামটা সাধারণ কিন্তু এর দর্শন বিশাল। এই দর্শন বিশ্বকে পরিবর্তন করেছে। তিনি শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয় বরং সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত নাম। বাংলাদেশে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট শান্তি ও সামাজিক ঐক্যের জন্য কাজ করছে।

মানবকণ্ঠ
Date:12-10-2014 Page 12, Col 2-4 Size: 9 Col*Inc

মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে আয়োজিত আলোচনা সভায় গতকাল বক্তব্য দেন এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান —মানবকণ্ঠ

কারও কাছে জবাবদিহি করে না
মানবজমিন
Date:12-10-2014 Page 2, Col 3-6 Size: 12 Col*Inc

'গান্ধী সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বাতিঘর'

স্টাফ রিপোর্টার: দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদ ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অনুসরণে এ সব সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সীমান্ত চুক্তি, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যাসহ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে তা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এ সব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোদির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট আয়োজিত 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধী দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা ও ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদক ঝর্ণাধারা চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের প্রফেসর ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, রাজনীতিবিদ ইনাম আহমেদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ওবায়দুল কাদের বলেন, যেখানেই সহিংসতা, দ্বন্দ্ব, উগ্রবাদ, বৈষম্য, অসাম্য– সেখানেই গান্ধীর দর্শন সফল। যে বুলেট তার প্রাণহানি ঘটিয়েছিল আজ তিনি সেই বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী। গান্ধী সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বাতিঘর। মূল প্রবন্ধে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, সারা বিশ্বে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে সহিংসতা চলছে। কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্র কায়েম রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতিদিনই সংঘর্ষ তাড়া করে চলেছে। এ অবস্থায় গান্ধী মনের ভিতরের শক্তি জাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যা শুধু জাগতিক মুক্তি দেয় না বরং চিত্তের মুক্তি দেয়। তিনি গান্ধীর অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় দর্শন অনুসরণে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান। স্বাগত বক্তৃতায় ট্রাস্টের সম্পাদক ঝর্ণাধারা চৌধুরী আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস পালনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। বলেন, ২রা অক্টোবর গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে ২০০৭ সালে এ দিবসটিকে 'আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও এটি পালিত হচ্ছে। পঙ্কজ শরণ তার বক্তৃতায় বলেন, মহাত্মা গান্ধী ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তার বিচরণ ছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় জীবিত থাকলেও তার কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। কোন ধ্বংস বা বিনাশ নয়, বরং কিভাবে সৃষ্টি করতে হয়- সেই শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন।

সমকাল
Date:12-10-2014 Page 02 Col 4-7 Size 12 Col*Inc

আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে শনিবার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট' আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিরা

সমকাল

সমকাল
Date:12-10-2014 Page 03 Col 7-8 Size 20 Col*Inc

গান্ধীর অহিংস নীতি আজও অনুসরণীয়

১৪৫তম জন্মজয়ন্তীর আলোচনা সভায় বক্তারা

■ সমকাল প্রতিবেদক

মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বিশ্বজুড়ে হিংসা-হানাহানি ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় গান্ধীর অহিংস নীতি আজও অনুসরণীয়। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বর্তমান বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে হলে মহাত্মা গান্ধীর জীবন থেকে ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪ ● ছবি পৃষ্ঠা : ২

গান্ধীর অহিংস নীতি আজও

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সবাইকে শিক্ষা নিতে হবে। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধী দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে অবস্থিত 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট'। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এতে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ট্রাস্টের সেক্রেটারি পদ্মশ্রী ঝর্ণাধারা চৌধুরী। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ও আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হলেও ঈদের ছুটির কারণে গতকাল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটি নাম, একটি মিথ। বর্তমান বিশ্বের সহিংসতা, উগ্রবাদ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধবিগ্রহ, অসাম্য, বৈষম্য ও দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার চিন্তা করতে গেলেই গান্ধীর আদর্শ সবার আগে মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে 'মহাত্মা' উপাধি দিয়েছিলেন। মৃত্যুর ৬৬ বছর পর এসেও বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তিনি সমভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, ঘাতকের যে বুলেট ভারতের এই জাতির জনককে রক্তাক্তভাবে বিদায় দিয়েছিল, সেই বুলেটের চেয়েও বহুগুণে আজ গান্ধীর আদর্শ শক্তিশালী। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তিনি বাতিঘর। এ বাতি কোনোদিনও নিভবে না। তার উচ্চতা হিমালয়ের মতো। ওবায়দুল কাদের বলেন, পাঁচবার মনোনীত হলেও মহাত্মা গান্ধী নোবেল পুরস্কার পাননি। কিন্তু তার ভাবশিষ্যদের অনেকে, যেমন– দালাইলামা, বারাক ওবামা, কৈলাস সত্যার্থী শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। গান্ধীর নোবেল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে নিহিত আছে। তিনি বলেন, তিস্তার পানি বণ্টন, স্থল সীমান্ত চুক্তিসহ ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত সব বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে।

মূল আলোচনায় অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, সহিংসতার বিরুদ্ধে অহিংসার নীতি নিয়ে গান্ধী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে গেছেন। শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। নিজে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হয়েও সর্বধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার সত্যাগ্রহ আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার গণআন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল নীতিবোধ আর ধৈর্য নিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার অনুপম দৃষ্টান্ত।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান '৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছিলেন, সেটিও ছিল অহিংস। কিন্তু অহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে সহিংস পন্থায় ব্যবস্থা নেওয়া হলে বাঙালি জাতি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এর নেতৃত্ব দেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ বলেন, মহাত্মা গান্ধী ভারতে জন্মেছেন বটে, তবে তিনি সারাবিশ্বের। ভারতের নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে গান্ধীর দুটি আদর্শ অনুসরণ করে ক্লিন ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন ও ক্লিন গঙ্গা ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে তার আদর্শকে আরও দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজীনা বলেন, গান্ধী ছিলেন অতি সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু তার আদর্শ ছিল বিরাট। বিশ্ব পরিবর্তনের বিশাল একটি চিন্তার নাম গান্ধী। ইউনিক এক আদর্শের নাম গান্ধী। নোয়াখালীতে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, তিনি সেখানে গিয়ে দেখে শান্তি পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধীও সেখানে এসেছিলেন। তার রেখে যাওয়া আদর্শ এই ট্রাস্ট যুগ যুগ ধরে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাও গান্ধীর অহিংস নীতি অনুসরণ করে সেখানে গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নীতিরোধ আর ধৈর্যই ছিল গান্ধীর জীবনের মূল প্রত্যয়। তার আদর্শ বিশ্ববাসীকে শান্তি আর সমৃদ্ধি উপহার দিতে পারে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরী ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবউদ্দিন খোকন।

'ওই মহামানব আসে' এবং 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে অতিথিরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দান করেন।

সকালের খবর
Date:12-10-2014 Page: 12, Col 5-7 Size: 20 Col*Inc

রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট আয়োজিত 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধী দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান —সকালের খবর

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের

ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন সমস্যা সন্ত্রাসবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের অভিন্ন সমস্যা দারিদ্র্য, সন্ত্রাসবাদ। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অনুসরণে এসব সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধীর দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট আয়োজিত 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধী দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের আরও বলেন—সীমান্ত চুক্তি, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যাসহ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যেসব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে তা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এসব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোদীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ : কলাম ৫

ভারত-বাংলাদেশের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সম্পাদিকা ঝর্ণাধারা চৌধুরী এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, ইনাম আহমেদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন প্রমুখ। ওবায়দুল কাদের বলেন—যেখানেই সহিংসতা, দ্বন্দ্ব, উগ্রবাদ, বৈষম্য, অসাম্য—সেখানেই গান্ধীর দর্শন। যে বুলেট তার প্রাণহানি ঘটিয়েছিল, আজ তিনি সেই বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী। গান্ধী সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বাতিঘর।

মূল প্রবন্ধে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, সারা বিশ্বে গণতন্ত্র, স্বাধীনতার নামে সহিংসতা চলছে। কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্রের একনায়কতন্ত্র কায়েম রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতিদিনই সংঘর্ষ তাড়া করে চলেছে। এ অবস্থায় গান্ধী মনের ভেতরের শক্তি জাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যা শুধু জাগতিক মুক্তি দেয় না বরং চিত্তের মুক্তি দেয়। পঙ্কজ শরণ বলেন, মহাত্মা গান্ধী ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু সারা বিশ্বে তার বিচরণ রয়েছে। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁচে থাকলেও অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবেন। কোনো কিছু ধ্বংস করে নয় বরং কীভাবে সৃষ্টি করতে হয়, তা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।